উচ্চ মাধ্যমিক এবং তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন যুবক/ যুবমহিলাদের
জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান কর্মসূচির বাস্তবায়ন সংক্রান্ত

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি
নীতিমালা (সংশোধিত)

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

১. পটভূমি ঃ

১.১ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত Labour Force Survey, 2005 অনুযায়ী দেশে পূর্ণ ও অর্ধ বেকারত্বের হার ছিল যথাক্রমে ৪.৩% ও ২৪.৫%; বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার অপেক্ষা কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার কম। এ কারণে প্রতি বছর শ্রমবাজারে প্রবেশকারী সম্ভাবনাময় জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অংশকে বেকার এবং অর্ধবেকার হিসেবে থেকে যেতে হচ্ছে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বেকার থাকার ফলে শিক্ষার জন্য জাতীয় বিনিয়োগের রিটার্ন যেমন পাওয়া যাচ্ছে না তেমনি তাদের অনেকেই নেতিবাচক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ছে। অথচ সম্ভাবনাময় শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীকে উপযুক্ত সহযোগিতা, প্রশিক্ষণ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা যায় - যা অর্থনীতিতে অধিকতর শ্রম নিয়োজনের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করবে।

১.২ বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের ১৪ অনুচ্ছেদে উচ্চ মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত যুবদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে নিম্নরূপ পরিকল্পনা বিধৃত রয়েছে " উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নতুন প্রজন্মের যুব সমাজকে দুই বছরের জন্য ন্যাশনাল সার্ভিস-এ নিযুক্ত করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হবে"।

এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন (On a voluntary basis) ভিত্তিতে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২. বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত আগ্রহী বেকার যুবক/যুবমহিলাদের জাতি গঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

এই কর্মসূচির আওতায় প্রবেশের যোগ্যতা হিসেবে সকল অংশগ্রহণকারীকে ৩(তিন) মাস মেয়াদী সুনির্দিষ্ট সিলেবাসে মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং সফলভাবে তা সমাপ্ত করতে হবে।

ন্যাশনাল সার্ভিসে নিযুক্তির মেয়াদ কাল সর্বোচ্চ ২(দুই) বছর হবে। ২(দুই) বছর পূর্তির পূর্বে কেউ অন্যত্র চাকুরীতে যোগদানের সুযোগ পেলে কর্মসূচি হতে অব্যাহতি নিতে পারবে।

সরকারের রাজস্ব বাজেট থেকে এ কর্মসূচির অর্থায়ন করা হবে।

৩. বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ ঃ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। এ বাস্তবায়ন কাজ এ মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

৪. লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা ঃ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ২৪-৩৫বছর বয়সী আগ্রহী বেকার যুবক/ যুবমহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে জাতি গঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

যৌক্তিকতা ঃ

যুবসমাজ দেশের মূল্যবান সম্পদ, জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। জনসংখ্যার সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল ও উৎপাদনমুখী অংশ হচ্ছে যুবসমাজ। সুতরাং অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও সৃজনশীলতার আধার যুবসমাজকে সুসংগঠিত করে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ, সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান, কর্মোপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা প্রয়োজন।

৫. বাস্তবায়ন কৌশল

(৫.১) প্রাথমিকভাবে পাইলটিং কর্মসূচি আকারে ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ এ চার অর্থ বছরে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত জেলা/উপজেলায় আগ্রহী বেকার যুবক বা যুবমহিলার জন্য ২ বছর মেয়াদী অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। পাইলটিং কর্মসূচির অভিজ্ঞতার আলোকে পরবর্তীতে দেশের অন্যান্য সকল জেলায় আগ্রহী বেকার যুবক বা যুবমহিলাকে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করে ২ বছর মেয়াদী অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে।

(৫.২) সুবিধাভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ ঃ

জাতীয় ও আঞ্চলিক বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে ন্যাশনাল সার্ভিসে আগ্রহী যুবক ও যুবমহিলাদের নিকট থেকে আবেদনপত্র আহবান করার মাধ্যমে প্রকৃত আগ্রহী সুবিধাভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে। এছাড়াও সার্ভের মাধ্যমে প্রকৃত বেকারের সংখ্যা নির্ধারণসহ এ কর্মসূচির সংযুক্তিতে আগ্রহীদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে।

(৫.৩) পাইলটিং কর্মসূচি বাস্তবায়ন এলাকা ঃ

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত জেলা উপজেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

(৫.৪) সুবিধাভোগীদের সেবার ক্ষেত্রসমূহ ঃ

ক) প্রশিক্ষিত মেধাবী যুবক ও যুবমহিলাদেরকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীতে পাঠদানের কাজে নিয়োজিত করা হবে।

খ) যে সকল স্কুলে কম্পিউটার কোর্স চালু আছে সে সকল স্কুলে প্রশিক্ষিত যুবদেরকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে নিয়োজিত করা হবে।

গ) উপজেলাসমূহের গ্রামে গঞ্জে জননিরাপত্তা, জনসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, ট্রাফিক আইন এবং মৌলিক আইন বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য কম্যুনিটি পুলিশ হিসেবে আইন শৃংখলা বাহিনীর সাথে সংযুক্তি দেয়া হবে।

ঘ) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী বেকার যুবক ও যুবমহিলাদেরকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতষ্ঠিানসমূহ যেমন ঃ হাসপাতাল, ক্লিনিক ইত্যাদি স্থানে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারীদের সহায়তা প্রদানের কাজে সংযুক্ত করা হবে।

ঙ) কৃষিঋণ প্রাপ্তিতে কৃষককে সহায়তা প্রদানের কাজে এবং সরকারের অন্যান্য সংস্থার ঋণ প্রাপ্তিতে সাধারণ জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের কাজে নিয়োজিত করা হবে।

চ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবমহিলাদেরকে উপজেলা ও জেলার বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরা ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য পরিবেশনকারী প্রতিষ্ঠানে ভেজাল প্রতিরোধে নজরদারি কর্মকান্ডে সহায়তার কাজে সম্পৃক্ত করা হবে।

ছ) গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী ও মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবমহিলাদেরকে আত্মকর্মসংস্থানের কাজে সহায়তা করার জন্য নিয়োজিত করা হবে।

জ) কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবমহিলাদেরকে কৃষি সংক্রান্ত তথ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও কৃষকদের মধ্যে আদান প্রদানের কাজে, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত তথ্য কৃষকদের নিকট পৌছানোর কাজে এবং সার, বীজ, ডিজেল সংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহযোগিতার কাজে নিয়োজিত/সংযুক্ত করা হবে।

ঝ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত সচেতনতা সৃষ্টি তথ্য প্রচার এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উদ্ধার ও পুনর্বাসনে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা সেবা প্রদান।

ঞ) বিদ্যালয়ের ক্রীড়া কর্মকান্ড উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদিতে সহায়তা প্রদান।

ট) পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং নার্সারীতে চারা উত্তোলনের জন্য বীজ সংগ্রহ, চারা উত্তোলন, চারা রোপন, বাগান সৃজন ইত্যাদি কাজে সহায়তা প্রদান।

ঠ) বয়স্কভাতা ও অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজে সহায়তা প্রদান।

ড) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক যে সব অবকাঠামো নির্মাণ করা হয় সেগুলোর তদারকি এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সহায়তা প্রদান।

উপরোক্ত ক্ষেত্র ছাড়াও স্থানীয় প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবমহিলাকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেবামূলক কাজে নিয়োজিত করা হবে। যে সকল দপ্তর/ সংস্থা এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত যুবদেরকে সংযুক্তি/ পদস্থাপন করা হবে সে সকল প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানেই নিয়োজিত যুবরা কাজ করবেন। এ সকল প্রতিষ্ঠান প্রতিমাসে কর্মরত যুবদের কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। সংশ্লিষ্ট জেলার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক তার আওতাধীন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে এ কর্মসূচির সমন্বয় ও সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন এবং প্রতিমাসে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট পরিচালকদের নিকট মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবমহিলাদের যে সকল দপ্তর/ সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তি/ পদস্থাপন করা হবে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা লিপিবদ্ধ করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী যুবক/ যুবমহিলাদেরকে সংযুক্তি দেয়া হবে।

(৫.৫) নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা ঃ

নির্বাচিত সুবিধাভোগী যুবক/ যুবমহিলাকে প্রশিক্ষণকালীন সময়ে দৈনিক ১০০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হবে এবং প্রশিক্ষণোত্তর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দুই বছর মেয়াদে সংযুক্তি প্রদান করা হবে। সংযুক্তি প্রাপ্তির পর তাদেরকে কাজ করার জন্য দৈনিক ২০০/- টাকা হারে পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে এবং প্রতি মাসে ৩০ দিন পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে। নিয়োজিত যুবক/ যুবমহিলারা নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান / উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কাজে অনুপস্থিত থাকলে অনুপস্থিতির কর্মদিবসের পারিশ্রমিক প্রাপ্য হবেন না। নিয়োজিত যুবক/ যুবমহিলাগণ একাউন্ট পে-চেকের মাধ্যমে পারিশ্রমিক গ্রহণ করবেন। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(৫.৫) ঃ

৫.৫ ধারায় বর্ণিত দৈনিক ২০০/- টাকা হারে মাসিক প্রদেয় ৬০০০/- (ছয় হাজার) টাকা হতে ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা মাসিক সঞ্চয় হিসেবে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীর নিজ নামে ব্যাংকে গচ্ছিত রাখা হবে এবং অগ্রগামীভাবে সংযুক্তি শেষে সুদসহ এ অর্থ ফেরতযোগ্য হবে।

(৫.৬) সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া ঃ

* জাতীয় ও আঞ্চলিক বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে ন্যাশনাল সার্ভিসে আগ্রহী যুবক ও যুবমহিলাদের নিকট থেকে আবেদনপত্র আহবান করা হবে।
* প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে উপজেলা সমন্বয় কমিটি আগ্রহী সুবিধাভোগী নির্বাচন করবে।
* স্থানীয় যুব উন্নয়ন অফিস এ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।
* এছাড়াও সার্ভের মাধ্যমে প্রকৃত বেকারের সংখ্যা নির্ধারণসহ এ কর্মসূচিতে আগ্রহীদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে।

(৫.৭) সুবিধাভোগী সংযুক্তি প্রক্রিয়া ঃ

উপজেলা কমিটির সুপারিশক্রমে যুব উন্নযন অধিদপ্তর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের ২ বছরের জন্য অস্থায়ী সংযুক্তি প্রদান করবে। সফল প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর যুবরা তাদের নিজ উপজেলা/ পার্শ্ববর্তী উপজেলায় নির্দিষ্ট কাজের/ সেবার ক্ষেত্রে পদায়িত হবে। তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য, মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকবে।

(৫.৭এ) ঃ

ন্যাশনাল সার্ভিসের জন্য মনোনীত যুবক/যুবমহিলাকে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সংশ্লিষ্ট উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অফিসের সাথে অস্থায়ীভাবে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

(৫.৮) অস্থায়ী সংযুক্তি শেষে একজন যুবক/ যুবমহিলার প্রাপ্যতা ঃ

কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ন্যাশনাল সার্ভিস সম্পন্নকারী যুবক/ যুবমহিলাদেরকে অভিজ্ঞতার সনদ প্রদান করবে। ন্যাশনাল সার্ভিস সম্পন্নকারী যুবক/যুবমহিলা কর্মকাল সমাপনান্তে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ থাকা সাপেক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ সুবিধা প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাবে। তবে এই নিয়োগ সরকারী চাকুরী পাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করবে না।

(৫.৯) মৌলিক প্রশিক্ষণ ঃ

বাছাইকৃত উপকারভোগীদের বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার জন্য তাদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে তাদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।
বাছাইকৃত সুবিধাভোগীদের নিম্নোক্ত ১০টি মডিউলের মাধ্যমে ০৩(তিন) মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

২.১০)১০টি প্রশিক্ষণ মডিউল ঃ

০ ১ জাতি গঠনমূলক ও চরিত্র গঠনমূলক প্রশিক্ষণ মডিউল। ১-৪ নং মডিউল দেড় মাস
২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সমাজসেবামূলক প্রশিক্ষণ মডিউল মেয়াদে সকলের জন্য
৩। মৌলিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ মডিউল।
৪। আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ মডিউল।
৫। সরকারের বিভিন্ন সেবাখাত সম্পর্কে ধারণা মডিউল। ৫-১০ নং মডিউল সংশ্লিষ্ট
৬। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল। সেবাখাতে নিয়োগে
৭। শিক্ষা ও শারিরীক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল। আগ্রহীদের দেড় মাস
৮। কৃষি, বন ও পরিবেশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল। মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেয়া
৯। জননিরাপত্তা ও আইন শৃংখলা সংক্রান্ত মডিউল। হবে।
১০। ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের সেবা কার্যক্রম সংক্রান্ত মডিউল।

উপরোক্ত মডিউলের মধ্যে প্রথম ৪টি মডিউল দেড় মাস মেয়াদে সকলের জন্য, ৫-১০ নং মডিউল সংশ্লিষ্ট সেবাখাতে নিয়োগে আগ্রহীদের দেড় মাস মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। বাছাইকৃত সুবিধাভোগীদের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং উপজেলা পর্যায়ে থানা ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (টিটিডিসি)/ উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন-এ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রতিটি জেলায় প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ একজন পরামর্শকের সহায়তায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অতিথি বক্তা ও মাস্টার ট্রেনারের মাধ্যমে পরিচালনা করা হবে। অতিথি বক্তা/ মাস্টার ট্রেনারদের প্রতিটি সেসনের জন্য ৫০০/- টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হবে। পরামশর্কগণও নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ সেসন পরিচালনা করবেন। একইসাথে একাধিক ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।

২.১১) মাস্টার ট্রেনার টিমের গঠন বিন্যাস ঃ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা/ উপজেলার সংশ্লিষ্ট দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতি উপজেলায় ১টি করে মাস্টার ট্রেনাব টিম গঠন করা হবে। মাস্টার ট্রেনারদের জন্য ৫দিন মেয়াদী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি) কোর্স এর ব্যবস্থা করা হবে। যে সমস্ত বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মাস্টার ট্রেনার টিম গঠন করা হবে তা নিম্নরূপ ঃ

০১। জেলা/ উপজেলা প্রশাসন
০২। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
০৩। শিক্ষা অধিদপ্তর
০৪। পশুসম্পদ অধিদপ্তর
০৫। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
০৬। মৎস্য অধিদপ্তর
০৭। পুলিশ বিভাগ
০৮। স্বাস্থ্য/ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
০৯। জনস্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর
১০। সমাজসেবা অধিদপ্তর
১১। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
১২। বিআরডিবি
১৩। সমবায় অধিদপ্তর

১৪। জেলা ক্রীড়া অফিসার
১৫। জেলা প্রাণ ও পূর্ণবাসন কর্মকর্তা
১৬। উপজেলা রেঞ্জ অফিসার (বন বিভাগ)
১৭। সহকারী প্রকৌশলী এলজিইডি

উপজেলা সমন্বয় কমিটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাস্টার ট্রেনার অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ টীম গঠন করবেন।

১২) কর্মসূচি সমন্বয় কমিটি ঃ

কর্মসূচী সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত তিনস্তর বিশিষ্ট সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে। যথাঃ

১. কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি।
২. জেলা সমন্বয় কমিটি।
৩. উপজেলা সমন্বয় কমিটি।

০১.কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির গঠন বিন্যাস ঃ

কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সমন্বয় এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে। কমিটির গঠন নিম্নরূপ ঃ

কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটিতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন।

০১.	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সভাপতি
০২.	প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
০৩.	" মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	"
০৪.	" সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	"
০৫.	" অর্থ মন্ত্রণালয়	"
০৬.	" স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	"
০৭.	" শিক্ষা মন্ত্রণালয়	"
০৮.	" প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	"
০৯.	" কৃষি মন্ত্রণালয়	"
১০.	" মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়	"
১১.	" স্থানীয় সরকার বিভাগ	"
১২.	" পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	"
১৩.	" তথ্য মন্ত্রণালয়	"
১৪.	" পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	"
১৫.	" খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	"
১৬.	" স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	"
১৭.	" মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	"
১৮.	" সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	"
১৯.	" শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	"
২০.	" বিজ্ঞান এবং তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	"
২১.	যুগ্ম সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	"
২২.	কর্মসূচির দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"
২৩.	মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

কমিটির কর্ম পরিধি ঃ

ক) এই কমিটি সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রতি ০৩ মাস অন্তর একবার সভায় মিলিত হয়ে কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

খ) এ কমিটি জেলা ও উপজেলা কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সফল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অধীনস্থ দপ্তর/ অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

গ) কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে।

ঘ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সময় সময় মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি পরিদর্শনপূর্বক পরামর্শ প্রদান করবেন।

ঙ) কমিটি প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

০২. জেলা সমন্বয় কমিটির গঠন বিন্যাস ঃ

০১.	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
০২.	পুলিশ সুপার	সদস্য
০৩.	সিভিল সার্জন	সদস্য
০৪.	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
০৫.	জেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা, পশুসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
০৬.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
০৭.	উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	সদস্য
০৮.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
০৯.	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১০.	উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
১১.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
১২.	উপ-পরিচালক, বিআরডিবি	সদস্য
১৩.	জেলা সমবায় কর্মকর্তা, সমবায় অধিদপ্তর	সদস্য
১৪.	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও)	সদস্য
১৫.	জেলা ত্রান ও পূণর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য
১৬.	জেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য
১৭.	জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা	সদস্য
১৮.	উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

কমিটির কর্ম পরিধি ঃ

ক) কমিটি প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলার কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।

খ) কমিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা তা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করবে এবং কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে।

গ) কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোন অস্পষ্টতা নিরসন কিংবা ব্যাখ্যা প্রয়োজন হলে জেলা কমিটি তা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

ঘ) জেলা সমন্বয় কমিটি কর্মসূচি বাস্তবায়নে উপজেলা সমন্বয় কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

ঙ) কমিটি প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

০৩. <u>উপজেলা সমন্বয় কমিটির গঠন বিন্যাস ঃ</u>

উপজেলা সমন্বয় কমিটিতে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং দুই জন ভাইস চেয়ারম্যান উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন।

০১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
০২.	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
০৩.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
০৪.	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
০৫.	উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
০৬.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
০৭.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা	সদস্য
০৮.	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
০৯.	উপজেলা রেঞ্জ অফিসার, বন বিভাগ	সদস্য
১০.	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)	সদস্য
১১.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
১২.	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
১৩.	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
১৪.	উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য
১৫.	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য
১৬.	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল)	সদস্য
১৭.	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

<u>কমিটির কর্ম পরিধি ঃ</u>

ক) কমিটি প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।

খ) উপজেলা সমন্বয় কমিটি উপজেলা পর্যায়ে কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে মূল দায়িত্ব পালন করবে এবং নিয়মিত কার্যক্রম মনিটর ও পরিদর্শন করবে এবং প্রয়োজনে পরিদর্শন প্রতিবেদন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে, প্রতিবেদনের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রেরণ করবে।

গ) কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে কিংবা কোন ব্যাখ্যা প্রয়োজন হলে উপজেলা কমিটি জেলা কমিটির পরামর্শ গ্রহণ করবে।

ঘ) উপজেলা সমন্বয় কমিটি সুবিধাভোগী নির্বাচন করবে।

ঙ) এ কমিটি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে কোন্ কর্মক্ষেত্রে কতজন সুবিধাভোগী প্রয়োজন তা নির্ধারণ করবে।

চ) কমিটি প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(৫.১৩) পরামর্শক নিয়োগ ঃ

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুশৃংখলভাবে পরিচালনা, সমন্বয় এবং তদারকীর জন্য এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি জেলায় একজন করে পরামর্শকের সংস্থান রাখা হয়েছে। এ পরামর্শক জেলা এবং উপজেলায় স্থানীয় পরিষদ ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মডিউল প্রণয়নসহ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা/ উপজেলা কার্যালয়কে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রদান করবেন। প্রতিটি জেলায় একজন করে পরামর্শক ০২ বছর মেয়াদে নিয়োগ দেয়া হবে।

(৫.১৪) কর্মসূচী মনিটরিং পদ্ধতি ঃ

কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি, জেলা সমন্বয় কমিটি এবং উপজেলা সমন্বয় কমিটি এ কর্মসূচির সুষ্ঠু মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন করবে। এছাড়া যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে কর্মসূচির অগ্রগতি মনিটর করা হবে। প্রয়োজনবোধে কোন স্বীকৃত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কার্যক্রমের সফলতা সম্পর্কে মূল্যায়ন করানো যাবে।

(৫.১৫) রিপোর্টিং পদ্ধতি ঃ

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ উপজেলার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির এবং নিয়োজিত যুবক এবং যুবমহিলাদের কাজের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রতি মাসে সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন। উপ-পরিচালক সকল উপজেলা থেকে প্রাপ্ত মূল্যায়ণ প্রতিবেদন একীভূত করে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত পরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমন্বিত করে মহাপরিচালকের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিতে অস্থায়ী সংযুক্তির নিমিত্ত যুবক/যুবমহিলা ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিনামা।

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
---------- উপজেলা
---------- জেলা

.....প্রথম পক্ষ

জনাব/বেগম.....
পিতা/স্বামী .....
মাতার নাম .....
গ্রাম/মহল্লা..... ডাকঘর.....
উপজেলা .....
জেলা.....

.....দ্বিতীয় পক্ষ

যেহেতু ১৩.১০.২০১১খ্রি:/২৮.৬.১৪১৮ বাং.....অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে মন্ত্রিসভা বৈঠকে ন্যাশনাল সার্ভিস ঃ উচ্চ মাধ্যমিক এবং তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন যুব/যুব মহিলাদের জাতি গঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মস্থান কর্মসূচি গ্রহণ করা হইয়াছে ;

এবং যেহেতু উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ১৩.১০.২০১১খ্রি:/২৮.৬.১৪১৮ বাং.....তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এতদ্সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ''ন্যাশনাল সার্ভিসঃ উচ্চ মাধ্যমিক এবং তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন যুব / যুব মহিলাদের জাতি গঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান কর্মসূচির বাস্তবায়ন নীতিমালা '' নামীয় একটি নীতিমালা, অতঃপর নীতিমালা বলিয়া উল্লিখিত, অনুমোদিত হইয়াছে এবং উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক এবং তদূর্ধ্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দ্বিতীয় পক্ষ, প্রথম পক্ষ কর্তৃক আয়োজিত ৩(তিন) মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করিয়াছেন ;

সেহেতু প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী ন্যাশনাল সার্ভিসের কর্মক্ষেত্রে সংযুক্তির জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে এই চুক্তি সম্পাদনে সম্মত হইয়াছে, যথা ঃ-

শর্তাবলী

প্রথম পক্ষ

১। নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৫.৪ এ নির্ধারিত কর্মক্ষেত্রে ২(দুই) বছর মেয়াদের জন্য প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে সংযুক্তি প্রদান করিতে পারিবেন ।

২। প্রথম পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত এইরূপ সংযুক্তি সরকারী চাকুরী হিসাবে গণ্য হইবে না এবং ভবিষ্যতে সরকারী চাকুরী লাভ করিবার ক্ষেত্রে কোন অধিকার সৃষ্টি করিবে না এবং সংযুক্তি নবায়নযোগ্য নহে।

৩। প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষকে সংযুক্তি প্রদান প্রথম পক্ষের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন এখতিয়ার এবং উক্ত সংযুক্তিপত্র যে কোন সময়, কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই, প্রথম পক্ষ বাতিল করিবার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

৪। দ্বিতীয় পক্ষ কর্মে সংযুক্তি থাকাকালীন সময়ে অন্য কোন দপ্তরে বা অফিসে চাকুরী গ্রহণ করিতে চাহিলে প্রথম পক্ষকে অন্যূন ১৫(পনের) দিন পূর্বে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে দ্বিতীয় পক্ষ সংযুক্ত কর্মস্থল হইতে অবমুক্তি লাভ করিতে পরিবেন।

৫। প্রথম পক্ষ কর্তৃক সংযুক্ত কর্মস্থলে কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত কর্ম সম্পাদনে দ্বিতীয় পক্ষ বাধ্য থাকিবেন এবং উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত শৃঙ্খলা জনিত বিধান দ্বিতীয় পক্ষ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন ;

৬। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে নীতিমালায় নির্ধারিত কর্মক্ষেত্রে সংযুক্তি প্রদানের তারিখ হইতে দৈনিক ২০০/-(দুই শত) টাকা হারে প্রতিমাসে ৩০(ত্রিশ) দিনের ভাতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন। তবে উক্ত ভাতার মধ্য হইতে ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা দ্বিতীয় পক্ষ তার ব্যাংক একাউন্টে সঞ্চয় করিবেন, যা দ্বিতীয় পক্ষের কর্মে সংযুক্তির সমাপ্তিতে সুদসহ ফেরতযোগ্য হইবে।

১। প্রথম পক্ষ কর্তৃক সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যায়নের ভিত্তিতে মাসিক কর্মভাতা প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে একাউন্টে পে-চেকের মাধ্যমে প্রতি মাসে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন ;

২। সংযুক্ত কর্মস্থলের কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয় পক্ষ কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকিলে প্রতি অনুপস্থিত কর্মদিবসের জন্য ২০০/- (দুইশত) টাকা করিয়া মাসিক মোট কর্মভাতা হইতে কর্তন করা হইবে এবং এইরূপ একাধারে ০৭(সাত) দিন কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকিলে দ্বিতীয় পক্ষের সংযুক্তি পত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৯। প্রথম পক্ষ উপজেলা সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্বিতীয় পক্ষের কর্মস্থল সংশ্লিষ্ট উপজেলার মধ্যে এবং জেলা বা কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পক্ষের কর্মস্থল আন্তঃ উপজেলা বা জেলার মধ্যে পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

১০। প্রথম পক্ষ কর্তৃক সংযুক্ত কর্মস্থলে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে দ্বিতীয় পক্ষ কোন প্রকার ফৌজদারী মামলায়, রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে, কোন প্রকার উচ্ছৃঙ্খল বা ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, সন্ত্রাসী বা জঙ্গি কর্মকাণ্ডে বা নৈতিক স্খলনজনিত কর্মকান্ডে লিপ্ত হইলে বা কর্মে সংযুক্তির পূর্বে লিপ্ত ছিলেন বা আছেন এইরূপ প্রমাণিত হইলে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের কর্মের সংযুক্তি পত্র তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করিতে পারিবেন।

১১। প্রথম পক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্মস্থলের /প্রতিষ্ঠান প্রধানের রিপোর্টের ভিত্তিতে দ্বিতীয় পক্ষের কার্যাবলী তদারকি ও মূল্যায়ন করিবেন এবং উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে যদি এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় পক্ষের কার্যাবলী সন্তোষজনক নহে এবং তাহার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে উপজেলা সমন্বয় কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের কর্মে সংযুক্তি পত্র বাতিল করিতে পারিবেন।

১২। প্রথম পক্ষ কর্তৃক চাহিত দ্বিতীয় পক্ষের জীবন বৃত্তান্ত ও অন্যান্য তথ্যাদি প্রদানে দ্বিতীয় পক্ষ কোন প্রকার জালিয়াতি বা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে কর্মের সংযুক্তি পত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

<u>দ্বিতীয় পক্ষ</u>

১। দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষ কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন ।

২। প্রথম পক্ষ কর্তৃক এবং সংযুক্ত কর্মস্থলের প্রধান কর্তৃক আরোপিত কর্ম দ্বিতীয় পক্ষ যথাযথ নিয়মে পালন করিত বাধ্য থাকিবেন।

৩। প্রথম পক্ষ নীতিমালায় উল্লিখিত কর্মক্ষেত্রের কর্ম সম্পাদনের জন্য কর্মপরিধিভূক্ত এলাকার যে কোন প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তি প্রদান করিলে বা উহা পরিবর্তন করিলে দ্বিতীয় পক্ষ উহা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন এবং প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষের কর্মস্থলে সংযুক্তির বিষয়ে কোন প্রকার আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৪। দ্বিতীয় পক্ষ কর্মস্থলে সংযুক্তিকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মস্থলের নিয়ম শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

৫। দ্বিতীয় পক্ষ সংযুক্ত কর্মস্থলে যোগদানের পর হইতে উক্ত কর্মস্থল ত্যাগ(ছুটিজনিত কারণে) করিতে চাহিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতি গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৬। দ্বিতীয় পক্ষের কর্মে সংযুক্তির মেয়াদ(দুই বৎসর) উত্তীর্ণ বা সমাপ্তির পর নীতিমালা অনুযায়ী প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা সনদপত্র প্রদান করিবেন। উক্ত সনদপত্র প্রাপ্ত যুব / যুব মহিলাগণ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন। তবে এইরূপ সনদপত্র কোন সরকারী কর্ম লাভের ক্ষেত্রে কোন অধিকার সৃষ্টি করিবে না।

আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ উপরি-উক্ত শর্তাবলী মানিয়া লইয়া সুস্থ মস্তিস্কে, স্বাধীন সম্মতিতে, বিনা প্রলোভনে পড়িয়া এবং বুঝিয়া অদ্য ..... তারিখে এই চুক্তি সম্পাদন করিলাম এবং উহা অদ্য ..... তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

প্রথম পক্ষ
স্বাক্ষর ও সীল

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
---------- উপজেলা
---------- জেলা

১।

২।

দ্বিতীয় পক্ষ
স্বাক্ষর ও তারিখ

নাম : .....
পিতা/স্বামী .....
মাতার নাম .....
গ্রাম/মহল্লা---------- ডাক----------
উপজেলা----------
জেলা----------

<u>২য় পক্ষের স্বাক্ষী:</u>

১।

২।